রূপকল্প-২০২১

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

www. telecomdept.gov.bd

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

সমন্বয়ঃ জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান আকন্দ, পরিচালক (প্রশাসন), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

প্রচ্ছদঃ জনাব আমিনুল হাসান, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ

প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ

ডিজাইন এন্ড প্রিন্টঃ মদিনা পাবলিশার্স, কাটাবন, ঢাকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।"

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Mustafa Jabbar
Minister
Ministry of Posts, Telecommunications & IT
Government of the People's Republic of Bangladesh

বাণী

'টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর' বা 'ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমিউনিকেশন' (ডিওটি) একটি নব-সৃজিত প্রতিষ্ঠান। টেলিযোগাযোগ সেবার মান বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনার জন্য ২০০৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড' (বিটিটিবি)-কে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। মূলতঃ বিটিটিবিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন করা হয়। ডিওটি গঠনের পর এই প্রথম বারের মতো এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ডিওটি'র কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রকাশ পাবে - এ আমার বিশ্বাস।

ডিওটি সরকারের টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও বর্তমানে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধানের জন্য "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করব, ভবিষ্যতে ডিওটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে চলমান অগ্রগতির অগ্রযাত্রা বেগবান করতে অবদান রাখবে।

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। সরকারের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই পদক্ষেপ 'তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে কিসিঞ্জারদের তাচ্ছিল্য খ্যাত বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোলমডেল। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার এই বাংলাদেশ উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার সরকারি উদ্যোগের ফলে বর্তমানে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালে ৪ কোটি ৪৬ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট ২০১৮ শেষে প্রায় ১৫.৪১ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪০ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.০৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে টেলিডেনসিটি প্রায় ৯৪% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি প্রায় ৫৫%। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার ২০০৮ সালের মাত্র ৭.৫ জিবিপিএস থেকে বেড়ে এখন ৯০০ জিবিপিএস। ৪জি এবং এমএনপি চালু করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। এই অর্জন গত দশ বছরের অর্জন। বর্তমান সরকারের অর্জন। সরকারের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই দেশের সকল জেলা ও উপজেলাসহ প্রায় ৮৭ভাগ ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া হচ্ছে যা আগামী জুন ২০১৯ এর মধ্যেই সকল ইউনিয়ন পরিষদে বিস্তৃত হবে। পাশাপাশি, সারাদেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক বিস্তারের জন্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারীদের রেডিও স্পেকট্রাম বরাদ্দসহ ৪জি সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-৫ এর সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের জন্য গর্বের বিষয় এই যে, সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসাবে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রযুক্তি নির্ভর, জ্ঞানসমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে আমরা বদ্ধপরিকর।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের ডিওটি'র উদ্যোগ সফল হোক - স্বার্থক হোক ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা জব্বার

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নবসৃজিত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি)'র গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য পূরণে জনগণের দোড়গোড়ায় সব ধরণের সেবা পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে সরকার টেলিযোগাযোগ খাতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাই বিভিন্ন উন্নয়নমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, জন-নিরাপত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী একটি কার্যকর টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তুলতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা; সারাদেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকার ইতিমধ্যে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতার কারণে এর অপব্যবহার রোধ করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান এবং দেশের সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। তা সুনিশ্চিত করার লক্ষে সাইবার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন ও সচেতনতা সৃষ্টিতেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এই জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়া এই দপ্তর টেলিযোগাযোগ সেক্টরে প্রযুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরকে সহায়তা করছে। অধিকন্তু, সাইবার নিরাপত্তা ও নতুন নতুন প্রযুক্তিজ্ঞান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, জরিপ বা নিরীক্ষা সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি)'র ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি।

২৪/১০/১৮

(শ্যাম সুন্দর সিকদার)
সচিব